শিশু নীড় বাংলাদেশ এর সকল কর্মকান্ড দরিদ্র বস্তিবাসী ও পথশিশুদের কেন্দ্র করে আবর্তিত, যা নিচের উদ্দেশ্যগুলো অর্জনে কাজ করে–

১ এসব শিশুকে শিক্ষার আওতায় এনে ৩ থেকে ৪ বছর মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের পর তাদেরকে শিক্ষার মূলধারায় যাবার তথা সরকারী স্কুলে ভর্তির পথ সুগম করা।

২ এই প্রতিষ্ঠানের যেসব শিশু ইতিমধ্যেই প্রাথমিক এবং উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে, তাদের পূর্বে প্রদানকৃত সকল সুবিধাদি অব্যাহত রাখা। এছাড়াও তাদেরকে কোচিং প্রদান করা এবং কম্পিউটার ও তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারে পারদর্শী করে তোলা। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের সাথে পূর্বে যুক্ত ছিলনা এমন বিদ্যালয়গামী দুর্বল শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধে এই কর্মসূচীর আওতায় নিয়ে আসা।

৩ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য-সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রদানের মাধ্যমে শিশুর শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করা। সুষম পুষ্টিকর দুপুরের খাবার প্রদান করা এবং উত্তম খাদ্যাভ্যাস তৈরির মাধ্যমে শিশুকে শারীরিকভাবে ফলপ্রসূ পাঠ গ্রহণে সক্ষম করে তোলা।

৪ শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করা যাতে তাদের সুস্থ মন-মানসিকতা, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ গড়ে ওঠে এবং তারা স্বীয় সামর্থ্য সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী হয়ে জীবনের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করে।

৫ শ্রেণিকক্ষে আলোচনার মাধ্যমে শিশুকে নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলা, যাতে তাদের বিরুদ্ধে সহিংসতা হ্রাস পায় এবং তারা সহিংস পরিস্থিতি সামাল দিতে সক্ষম হয়। শিশুর বিরুদ্ধে কোন সহিংসতা সংঘটিত হলে শিশু নীড় বাংলাদেশ তা আমলে নিয়ে প্রয়োজনে পেশাদার ব্যক্তি বা সংস্থার সহায়তা গ্রহণ করবে।

৬ বড় ধরণের দুর্যোগ যথা- কঠিন ব্যাধি, দুর্ঘটনা, অগ্নিকান্ড প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও কার্যকরী সহায়তা প্রদান করা।

৭ শিশুর উচ্চতর বা কারিগরী শিক্ষা গ্রহণের বিষয়ে তার ও তার পরিবারের সাথে পরিকল্পনা করা যাতে দারিদ্রের দুর্ভেদ্য বৃত্ত ভেঙ্গে শিশু একটি উন্নত জীবনের সন্ধান লাভ করে।

Shishu Neer Bangladesh

ফুটফুটে সব শিশুদের পাশে থাকার জন্য আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা

শিশু নীড় বাংলাদেশ
৩৪ পশ্চিম মালিবাগ, রমনা, ঢাকা ১২১৭

যোগাযোগঃ
০১৭১১১০৮৩৮৭, ০১১৯৫০১৬৮৭৯
fahmed1953@yahoo.com
www.shishuneerbd.org
/shishuneer

শিশু নীড় বাংলাদেশ

বস্তিবাসী দরিদ্র এবং পথশিশুদের উন্নত জীবনের সন্ধানে

NGO Bureau Registration no. 2444

শিশু নীড় বাংলাদেশ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ এ এক ব্যক্তিগত উদ্যোগের মাধ্যমে মালিবাগ ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বস্তিবাসী দরিদ্র ও পথশিশুদের নিয়ে কাজ শুরু করে।

শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণকে দারিদ্রের অচ্ছেদ্য চক্র ভেঙ্গে বেরিয়ে আসার সর্বোত্তম হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করে এসব শিশুর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহনের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং একাজে তাদের পূর্ন সহায়তা প্রদান করার পরিকল্পনা করা হয়। নানাবিধ প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ গ্রহনের পর ২০০৭ সালের ৩ আগস্ট ১০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে শিশু নীড় বাংলাদেশ পরিচালিত উপ-আনুষ্ঠানিক স্কুলের যাত্রা শুরু হয়। পরের বছর অর্থাৎ ২০০৮ সালে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩২ এ উন্নীত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে সদস্যদের চাঁদা ও অনুদানের অর্থে সকল ব্যয় নির্বাহ করা হয়। পরবর্তীতে ব্যক্তিগত উদ্যোগের সূত্র ধরে শিশু নীড় বাংলাদেশ এর প্রকল্পসমূহকে অর্থায়নের জন্য প্রধান দাতাসংস্থা হিসেবে শিশু নীড় জার্মানি (shishuneer.de) গঠিত হয় এবং ২০০৯ সাল থেকে এনজিও ব্যুরো কর্তৃক অনুমোদিত ধারাবাহিক প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭০ এ উন্নীত হয়।

চরম দরিদ্র পরিবার থেকে আগত অথবা গৃহহীন এই সব শিশু এখানে প্রতিদিন পায় দাঁত ব্রাশ করা, গোসল করা ও কাপড় ধোয়ার সুযোগ এবং উচ্চ পুষ্টিমান সম্পন্ন দুপুরের খাবার। তাদের জন্য রয়েছে চিকিৎসা সুবিধা, সকল শিক্ষা উপকরণ প্রাপ্তির এবং বিনোদনের সুযোগ। বছরের প্রধান একটি ধর্মীয় উৎসবে তারা পায় নতুন পোষাক। আর এ সবই তারা পায় বিনামূল্যে।

এসব শিশুর পিতা-মাতাদের সচেতনতা গড়ে তোলার বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করা হয়। পিতা-মাতা-অভিভাবকদের নিয়মিত মাসিক সভায় সামাজিক বিষয়াদি, শিশুদের শিক্ষা, শিশু-অধিকার, তাদের প্রতি যথাযথ আচরন, পরিচ্ছন্ন বাসস্থান ও জীবন যাত্রা, মেয়ে শিশুদের প্রতি বিশেষ যত্নের প্রয়োজনীয়তা- প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

গ্রামাঞ্চলের বিশাল দরিদ্র ও ভূমিহীন জনগোষ্ঠী নিছক বেঁচে থাকার তাগিদে স্রোতের মত প্রতিনিয়ত শহরের দিকে, বিশেষতঃ রাজধানী ঢাকার দিকে ধাবিত হচ্ছে। গ্রামের হতভাগ্য শিশুরাও টিকে থাকার জন্য তাদের পিতা-মাতা বা অভিভাবকদের সাথে বা একাকী শহরাভিমুখী জনস্রোতে শামিল হচ্ছে। এসব শিশুর অধিকাংশের ঠাঁই হয় ঢাকা নগরীর বস্তিতে, স্টেশনে, ফুটপাথে, খোলা মাঠে বা দালানের সিঁড়িতে। জীবনের নির্মম আঘাতে অতিদ্রুতই শৈশব হারিয়ে যায় তাদের। চরম দারিদ্রে তাদের পারিবারিক বন্ধন শিথিল হয়ে যায়। বৈরী ও মানবেতর পরিবেশে জীবন যাপন করে তাদের শৈশবের সকল রঙ্গিন স্বপ্ন ফিকে হয়ে আসে। শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে তারা কাজ করে, বাধ্য হয় চরম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বা অবমাননাকর কাজ করতে এবং মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ, কখনো অপরাধপ্রবণ পেশা বেছে নিতে। পূর্ণ বয়স্ক মানুষদের সাথে টিকে থাকার প্রবল লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে শিশুসুলভ কোমলতা হারিয়ে তারা হয়ে ওঠে কঠোর, ক্লান্ত ও মলিন। খাদ্য, আশ্রয়, নিরাপত্তা ও ভালোবাসা বিহীনতায় তাদের জীবন দুর্বহ হয়ে ওঠে। দরিদ্র পিতা-মাতার সন্তান হিসেবে জন্ম নিয়ে লেখা-পড়া বা কোন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সুযোগ না পেয়ে দারিদ্রের এক দুরতিক্রম্য বৃত্তের আবর্তে ঘুরপাক খাওয়া তাদের নিয়তি হয়ে দাঁড়ায়।

বিশাল জনগোষ্ঠীর অশিক্ষা ও এ থেকে উদ্ভূত দারিদ্র এ দেশের উন্নতির প্রধান অন্তরায়। পক্ষান্তরে দেশে বিদ্যমান শিক্ষা সুবিধা এই বিশাল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করার পক্ষে অপ্রতুল। অনানুষ্ঠানিক বা উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা এ ক্ষেত্রে বিরাট ও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

শিশু নীড় এর কর্মসূচির আওতায় কমপক্ষে ৭০টি শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষার গন্ডি পেরিয়ে উচ্চতর শিক্ষা বা কোন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি হবে অর্থাৎ কমপক্ষে ৭০টি পরিবার দারিদ্রের বৃত্ত ভেঙ্গে দেশের উন্নতি ও প্রগতিতে তাদের মূল্যবান অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

দরিদ্র বস্তিবাসী ও পথশিশু যারা কোন লেখাপড়া করেনি, তাদের বিশেষ পেশাগত দক্ষতা ও প্রয়োজনীয় চলনসই শিক্ষা যা তাদেরকে সমাজের মূল ধারায় ফিরে আসার পথ সুগম করবে তা অর্জনের লক্ষ্যে শিশু নীড় বাংলাদেশ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এ কর্মসূচির আওতায় কমপক্ষে ৪০ টি শিশুর জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও সংক্ষিপ্ত প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

পরিবার ও জীবনের চাপে খুব কম বয়সে অনেক শিশু স্কুল ছেড়ে উপার্জনমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত হতে বাধ্য হয়। তাদের জীবনভার লাঘব ও সহনীয় করতে কোন একটি পেশায় দক্ষ করে গড়ে তুলতে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করার লক্ষ্যে শিশু নীড় নিম্নোক্ত প্রশিক্ষণ এবং সহায়তা প্রদান কর্মসূচি গ্রহণ করেছে–

- দর্জির কাজ/সেলাই
- এমব্রয়ডারি
- ব্লক-বাটিক
- সংক্ষিপ্ত পাঠক্রম অনুসারে পেশাগত কাজ চলার উপযোগী চলনসই প্রাথমিক শিক্ষা
- প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা উপকরণ যোগান